গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

মানুষের হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ চিরকালের। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হিমালয়ের অবস্থান তাই এদেশের মানুষকে আরো বেশি কৌতূহলী করে তুলেছে। কৌতূহলের কারণেই বহু মুনি, সাধক, শিল্পী, পর্যটকেরা হিমালয় পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে', 'ঋকবেদ'-এর 'সংহিতায়', সংস্কৃত সাহিত্যে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে', 'শিবায়ন কাব্যে' হিমালয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য বিকাশ লাভ করলে হিমালয়কে কেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয় যা— হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। সেই সূত্রেই গবেষণার বিষয়— 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য ঃ প্রসঙ্গ হিমালয়'।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের সাধারণ পরিচয়। ভ্রমণ সাহিত্যের প্রারম্ভকাল মধ্যযুগ। 'মনসামঙ্গল কাব্যে', 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এবং বৃন্দাবন দাস, কৃষ(দাস কবিরাজ, লোচন দাসের চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলিতেও ভ্রমণের বর্ণনা আছে। পরে নরহরি চত্র(বর্তীর 'ব্রজপরিত্র(মা', 'নবদ্বীপ পরিত্র(মা', বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল'-এ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রী গয়াতীর্থ বিস্তারে', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'তে ভ্রমণ বর্ণনা পাওয়া যায়। আরো পরবর্তীকালে যদুনাথ সর্বাধিকারী, ঈশ্বরগুপ্ত, ভোলানাথ চন্দ, রমেশচন্দ্র দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ রায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাদ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, স্বামী রামানন্দ ভারতী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, অবধূত, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, প্রাণেশ চত্র(বর্তী, কালিদাস চত্র(বর্তী, ভগীরথ মিশ্র, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যেকেরা ভ্রমণ সাহিত্যকে পুষ্ট করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যের চারজন বিশিষ্ট লেখকের ভ্রমণ বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জলধর সেনের হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য। পিতা, কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও ভ্রাতার মৃত্যু জলধর সেনকে ঘর ছাড়া করেছিল। হিমালয়কেই তিনি জীবনের আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

তাঁর হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যে তাই হিমালয়ের সৌন্দর্যের বর্ণনার পাশাপাশি হিমালয়ে অবস্থানকারী মানুষগুলিও বড় হয়ে উঠেছে। তাদের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, পূজা-পার্বণ, উৎসব ইত্যাদির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এসেছে বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস প্রসঙ্গ, স্থাননামের বিশেষত্ব, পুরাণ কাহিনি, মিথ্।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য। হিমালয়ের প্রাকৃতিক রূপের বৈচিত্র্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। বর্ণনা করেছেন হিমালয়ে অবস্থানকারী সাধু-সন্তদের কথা, বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক রূপ চিত্রকেও ভ্রামণিক তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় উপ-অধ্যায়ে প্রবোধকুমার সান্যালের হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সুবিস্তৃত হিমালয়ের সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরেছেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তিনি প্রত্যেকটি মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন। বিশাল হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যের সঙ্গে এসেছে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবন। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা, পুরাণ কাহিনি, ইতিহাস প্রসঙ্গ, নামকরণের বিশেষত্ব ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে শঙ্কু মহারাজের হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য। হিমালয়ের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলগুলির বর্ণনার পাশাপাশি হিমালয়ের দুর্গম শৃঙ্গ বিজয়ের কাহিনিকেও লেখক তুলে এনেছেন। শৃঙ্গ বিজয় না করলেও পর্বতারোহীদের সঙ্গী হিসেবে তিনি শৃঙ্গ বিজয়ে সহযোগিতা করেছেন। হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যগুলিতে তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই বর্ণিত হয়েছে। এসেছে বিভিন্ন শৃঙ্গ অভিযানের পূর্ব ইতিহাস, বিশিষ্ট পর্বতারোহীদের বিভিন্ন শৃঙ্গ সম্পর্কে গু(ত্বপূর্ণ মতামত।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চারজন লেখকের হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্যের তুলনা। চারজন লেখকের বর্ণনায় হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক হিমালয়ের রূপকে তুলে ধরা হয়েছে। হিমালয়ে অবস্থানকারী মানুষের বর্ণনা চারজন লেখকের রচনায় আলাদা ভাবে উঠে এসেছে। স্বদেশ প্রীতি, ইতিহাস প্রসঙ্গ, নামকরণ,

ইত্যাদি নানাদিকের তুলনামূলক আলোচনা উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট জীবন রসের সৌন্দর্য সাধক শিল্পী। এঁদের রচনায় হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ উঠে এসেছে; তবে এই ভিন্নতাই হিমালয়ের সামগ্রিক রূপকে উদ্ভাসিত করে তোলে। হিমালয়কে কেন্দ্র করে চারজন লেখক তাঁদের গ্রন্থগুলি রচনা করলেও লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকাশ রীতি, উপলব্ধি আর মননে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য। এই ধারার মধ্যেই কেউবা সৃষ্টি করেছে ডায়েরী রীতির, উপন্যাস রীতির আবার কেউবা পত্ররীতির ভ্রমণ সাহিত্য। বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে পারম্পর্য সূত্রে হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গবেষণা অভিসন্দর্ভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ধরণের একটি মূল্যায়ন উপস্থাপিত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তাং : ১০/ ১২/ ২০২৪

সোমেন কুমার রায়

(গবেষকের স্বাক্ষর)